

এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়

অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল একটি সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের ক্রমাগত গ্রাস করে ফেলছে। পাকিস্তান আমলে এই অনুভব আমার মধ্যে ছিল না। সত্তরের দশক, আশির দশক এমনকি নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকেও এই বিচ্ছিন্নতাবোধটি এরকম প্রকট আকার ধারণ করেনি।

দু-পাঁচ বছর আগেও আমার যেসব হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে প্রাণখোলা আলাপ করতাম, তাদের বাড়ীতে অবাধে যাওয়া-আসা করতাম, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করতাম, সে জিনিসটি এখন আর সেরকম করতে পারছি নে। আগে আমি হিন্দু বন্ধু এবং মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে কোনরকম ফারাক করতে পারতাম না। বরং আমার হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা ছিল অধিক। এমন কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু-বান্ধব আমার ছিল। তাদের সঙ্গে জীবনের কঠিন সংকট এবং গভীর অনুভবের বিষয়গুলো পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু বিগত আট-দশ বছরে এমন কিছু ঘটে গেছে, হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নিজের ভেতরে একটা আড়ষ্টতা অনুভব করি। এটা একতরফা নয়। হিন্দু বন্ধুদের মধ্যেও সেই একইরকম আড়ষ্টতার ভাব আমি তাক্ষ করেছি। সেই পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে মুখে জোর করে হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করি। ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে আলাপসলাপও করি। কিন্তু দযন্ত্রে সেই পুরনো আন্তরিকতার সুরটি বাজিয়ে তুলতে পারি নে। আগের দিনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলতাম, ঝগড়া করতাম, রাগ-অভিমান, ক্রোধ কাশ করতাম; তখন এই অনুভবগুলোর একটি ইতিবাচক প্রভাব ছিল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে দূরত্ব আছে সেটা কমিয়ে আনার জন্য আমাদের ভেতরের নুভূতিগুলো সৎভাবে প্রকাশ করতাম। হাল আমলে আমরা যান্ত্রিকভাবে ভদ্রতা রক্ষা করি বটে, পূর্বের দিনে যেসব বিষয় নিয়ে মতান্তর এবং মতানৈক্য প্রকাশ করতাম সেগুলো টেনে আনার দুঃসাহস মনের ভেতর থেকে সঞ্চয় করতে পারি নে। এধরনের ক্কাবোধ আমাদের এতদূর তাড়িত করে নিয়ে যায়, যদি ওইসব পূর্বের বিষয় এবং সঙ্গের অবতারণা করি, মনের ভেতরে আতঙ্কিত বোধ করি। আমাদের বিচ্ছিন্নতার াধটি এত বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ছে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে হয়তো মামলি

সম্পর্কটাও রক্ষা করতে পারব না। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক উদাসীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিয়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একগুচ্ছ কারণ বর্তমান। আমরা সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারি, সেগুলোর প্রকৃতি এবং হেতু নির্ণয় করার জন্য প্রযত্ন-প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে ধরনের প্রয়াসগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, যে পর্যন্ত না আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের একই দেশে বাস করতে হবে। একই ইতিহাসের অংশভাগী হিসেবে পরস্পরকে মেনে নেয়ার এবং গ্রহণ করার একটা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ভবিষ্যতমুখী, কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা নির্মাণ করতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যতে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের দেশে-সমাজে বিশেষ একটা শ্রেণী সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে যাচ্ছেন। এগুলোর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা অস্বীকার না করেও একথা বলা বোধকরি অন্যায় হবে না, এসব তৎপরতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য যতদূর, সামাজিক কল্যাণ সাধনের আকাঙ্ক্ষা ততটুকু নয়। সুতরাং এ ধরনের প্রয়াস-প্রযত্ন আমাদের সমাজের মর্মমূল থেকে সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বোধ-উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারছে না। যে ধরনের প্রয়াসের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কোনরকমের ধর্ম এবং সম্প্রদায়গত অভিধা ব্যতিরেকে গ্রহণ করার স্পৃহা বলবান এবং জাতিত হয়, যা প্রাকৃতিক ঘটনার মতো সহজ এবং স্বাভাবিক, সে ধরনের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষ্যমান নয়।

আমি প্রাণ থেকে বিশ্বাস করি আমাদের দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এমন গুলো মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছেন যারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন আমাদের সকলকে এই দেশের মাটি, আকাশ এবং জল-হাওয়া নয় শুধু, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মধ্যেও পারস্পরিক অংশগ্রহণ ছাড়া একটা সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ তৈরি করা সম্ভব নয়। মানুষ যেভাবে চেয়ার-টেবিল তৈরি করে, ঘরবাড়ী নির্মাণ করে, একইভাবে বৈরন্তর সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলো প্রতিটি নরনারীর মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সমাজ-নির্মাণের পারস্পরিক বিরোধী প্রক্রিয়াগুলো একটা অন্যটাকে প্রতিহত করছে লেই সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথটিও ক্রমাগত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠছে।

যাঁরা বোঝেন, যাঁরা উপলব্ধি করেন এবং চিন্তার আলোকে ভবিষ্যৎ পাঠ করতে পারেন যে একটি অমঙ্গল দ্রুতবেগে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে, আমরা একটি শাল মৃত্যু-গহ্বরের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে চলেছি, তাঁদের সকলের ইতিবাচক হুঁচকির জন্য এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়।